আকবরিয়া
ডায়াসল্ট বিস্কুট
মচমচে তাজা...
Diasalt Biscuits
Diasalt
হেলপ্ লাইন: ০১৭৮৯ ৩৩২২৩৩, ০১৭৮৯ ৩৩৯১৬৬

প্রকাশনার ৪৪ বছর
দৈনিক
করতোয়া
জনগণের আপনজন
ঢাকা সংস্করণ
The Daily Karatoa
১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

minister
LED TV AC REFRIGERATOR
টাকা ছাড়াই পুরোনো দিলে নতুন মিলে
হোম ডেলিভারি ফ্রি।।
০৯৬০৬ ৭০০৭০০

www.ekaratoa.com • রেজি ঃ রাজ ১৩ • ৪৪ তম বর্ষ • সংখ্যা ১০৩ • বগুড়া বুধবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ • ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি • ২৭ নভেম্বর ২০১৯ • www.karatoa.com.bd

গতকাল বগুড়া শেরপুর উপজেলা চকপাথালিয়া গ্রামে ধানকাটার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, পাশে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য —করতোয়া

বগুড়ায় এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম

আইল তুলে দিয়ে যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতি চালু হলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার: স্থানীয় সরকার, পল-ীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি বলেছেন, জমির আইল তুলে দিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে জমির চাষ করলে সমবায়ীদের মাঝে সহজ কিস্তি অথবা প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র সরবরাহ করা হবে। উৎপাদন বাড়াতে জমির সুষম ব্যবহার করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে আইল তুলে দিয়ে চাষ পদ্ধতি চালু হলে উৎপাদন বাড়বে। চাষাবাদ খরচ কমে যাবে। ফলে প্রতি বিঘায় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা বেশি আয় হবে। তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালি হবে উন্নত জাতি, গর্বিত জাতি। তাই তিনি স্বাধীনতার পর সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সবাই যদি একসাথে কাজ না করতে পারি তাহলে লক্ষ্যে পৌছানো কঠিন। তাই লক্ষ্য পূরণে তিনি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। আইল তুলে দিয়ে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি জমি চাষাবাদ করে উন্নয়ন করা ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরনে কাজ করছে। কৃষি কর্মসংস্থানের বড়ক্ষেত্র, কিভাবে তা লাভজনক করা (৭ পৃঃ ৪ কঃ দ্রঃ)

আইল তুলে দিয়ে যান্ত্রিক

(৩ এর পাতার পর)

যায় তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর দর্শন চিন্তা করেই আইল তুলে দিয়ে পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন খরচ কম হবে, পাশাপাশি গুনগত মান উন্নয়ন হবে। আন্ত র্জাতিক বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব। সরকার গ্রামকে শহরে পরিণত করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচি সফল করতে সকলকে কাজ করতে হবে। এই কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্রতা থাকবে না। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে শহরের সকল সুবিধা পৌছে দিতে হবে গ্রামে। আধুনিক যন্ত্র কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা হবে। দেশের গ্রামকে শহরে পরিনত করতে জমির আইল না রেখে সমবায়ী ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে হবে। বগুড়া ও কুমিল-ায়পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। এতে করে ফসলের উৎপাদন খরচ কম হয়েছে আবার ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। এছাড়া কুটির শিল্প, ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ে তোলা হবে, এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সবাইকে একসাথে কাজ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি সমবায় ভিত্তিতে বগুড়ার চাষাবাদের সুফল বিষয়ে সবাইকে প্রচার করার আহবান জানান। তিনি গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে ধান কর্তনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন। সমবায় ভিত্তিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি জমির আইল উঠিয়ে দিয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ধান কাটা হয়। পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব রেজাউল আহসানের সভাপতিতত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এমপি এবং বগুড়া-৫আসনের সংসদ সদস্য হাবিবর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মজনু, সমবায়ী আবুল কাশেম মন্ডল। পল-ী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া'র মহাপরিচালক আমিনুল ইসলামে সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহাম্মদ ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান মন্ডল বিপিএম, শাজাহানপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন ছান্নু। উলে-খ্য চকপাথালিয়া গ্রামবাসীদের নিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধকরন ও স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জমির আইল উঠিয়ে দিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কাজ শুরু করা হয়। গবেষণা প্রকল্পটির পাইলটিং এলাকায় মোট ৭২ টি প-টছিল। এই৭২ টি প-টেরমোট আয়তন ৭৫৮ শতক। এর বাইরে ২২৪দশমিক ৫ শতাংশ জমি রয়েছে যেখানে শুধু সবজি চাষাবাদ করা হয়। এর মধ্যে সর্বনিম্ন মাত্র আড়াই শতকের কয়েকটি প-টও সর্বোচ্চ একটি ৬৬ শতক আয়তনের প-টআছে। পরবর্তীতে, সেচের পানি ধরে রাখার সুবিধাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৭৮ টি কৃষি জমির আইল তুলে দিয়ে ২৪ টি বড় কৃষি প-টতৈরী করা হয়েছে। এই ৭৮ টি কৃষি জমির মালিক হলেন মোট ৪৪ জন গ্রামবাসী যারা চকপাথালিয়া ও পাশ্ববর্তী ফুলবাড়ি গ্রামে বসবাস করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে এবং তাদের সরেজমিনে ফলাফল দেখানোর জন্য আরডিএ নিজস্ব অর্থায়ানে তাদের ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে দেয়া, ধানের চারা সরবরাহ, মেশিন দিয়ে ধানের চারা লাগানো, মেশিন দিয়ে আগাছা নিড়ানো এবং মেশিন দিয়ে ধান কাটা-মাড়াই ও ঝাড়াই এর কাজে সহযোগিতা করছে। এতে কৃষি শ্রমিকের খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং উৎপাদন বেশি হয়েছে বলে কৃষকরা জানান।